Vol. 8 | No. 2 | 1964

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলা বইয়ের তালিকাগ্রন্থ

Volume	8
Issue	2
Year	1964
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Anisuzzaman
Published online	December 16, 1964
DOI	10.62328/sp.v8i2.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v8i2.4
Pages	87-105
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বাংলা বইয়ের তালিকাগ্রন্থ

আনিসুজ্জামান

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বইপত্রের তালিকা-নির্মাণের প্রচেষ্টা খুবই আধুনিক। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদেও এ ধরণের তালিকাগ্রন্থ সংকলন করার প্রয়োজনীয়তা কেউ অনুভব করেন নি এবং সারা উনিশ শতকে কোন বাঙালী সাহিত্যকর্মী এ কাজে আত্মনিয়োগ করার সার্থকতা দেখতে পান নি। শুধু তাই নয়, বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত বাংলা গ্রন্থের তালিকা প্রণয়নের কৃতিত্ব প্রধানতঃ ইউরোপীয় বিদ্যোৎসাহীদেরই প্রাপ্য। এর সঙ্গে অবশ্য যুক্ত হয়েছিল সরকারী আনুকূল্য ও প্রতিষ্ঠানগত উৎসাহ। সরকারী উদ্যোগ না থাকলে মধ্য-উনিশ শতকেও বাংলা বইপত্রের তালিকা-প্রণয়নের কাজ আরম্ভ হত কি না সন্দেহ।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে বাংলা দেশে প্রকাশিত পুস্তকাদি সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহের ইচ্ছা জাগে বাংলা সরকারের এবং তদনুযায়ী ১৮৫৪ সালে কলকাতার চীফ ম্যাজিস্ট্রেট রেভারেণ্ড জেম্‌স লঙকে (১৮১৪—১৮৮৭) এ ধরনের একটা তালিকা তৈরী করতে অনুরোধ জানান। প্রথম যুগের বাংলা ভাষাভিজ্ঞ মিশনারীরা—উইলিয়ম কেরী (১৭৬১—১৮৩৪), জোশুয়া মার্শম্যান (১৭৬৮-১৮৩৭) এবং উইলিয়ম ওয়ার্ড (১৭৬৯—১৮২৩)—এর বহু পূর্বেই লোকান্তরিত হয়েছিলেন। কলকাতার মিশনারীদের মধ্যে লঙের স্থান তখন বেশ উঁচুতে। ১৮৪০ সালে তিনি চার্চ অফ ইংল্যাণ্ডের 'প্রিস্ট' নিযুক্ত হন। ১৮৪৬-এ লঙ বাংলা দেশে আসেন এবং কলকাতার কাছাকাছি ঠাকুর পুকুরে (চব্বিশ পরগণা) বসবাস করতে থাকেন। স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে ধর্মপ্রচার করেই তিনি ক্ষান্ত থাকেন নি, তাদের জাগতিক উন্নয়নের চেষ্টায়ও আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ইতোমধ্যে তাঁর দু-তিনটি বই বেরিয়ে গেছে:

Handbook of Bengal Missions in connection with the Church of England (১৮৪৮), *Bengali Proverbs* (১৮৫১) এবং *Notes of a Tour from Calcutta to Delhi* (১৮৫৩)[১] তাছাড়া *Journal of the Asiatic Society of Bengal*-এ প্রকাশিত তাঁর দুটি প্রবন্ধও[২] বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁর দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। সুতরাং, সরকারের পক্ষ থেকে বাংলা বইপত্রের প্রথম তালিকা-রচনায় তাঁকেই আহ্বান করা হল।

বিভিন্ন প্রেসে গিয়ে খোঁজ খবর করে লঙ ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল থেকে পরের বছর এপ্রিল মাস পর্যন্ত প্রকাশিত বইপত্রের তালিকা তৈরী করেন এবং ২৩শে জুন ১৮৫৪ তারিখে তা পাঠিয়ে দেন চীফ ম্যাজিস্ট্রেটকে। সঙ্গের পত্রে লঙ নিজেই তাঁর কাজের সাফল্যের পরিমাপ করে লিখেছিলেন :

> In Stastistical Researches in this country, one can only attain an *approximate* accuracy, considering the agents we have to employ and the liltle interest felt in Statistical Research by the Native Commuinty generally.[৩]

এই approximate হিসেব অনুযায়ী ১৯৫৩-৫৪ সালে তিনি যা দেখতে পান, তার মোদ্দা কথা হচ্ছে[৪] :

বাংলা বই ছাপে, কলকাতায় এমন ছাপাখানার সংখ্যা	৪৬
বইপত্র ছাপা হয়েছে	২৫১
মোট মুদ্রিত বইয়ের সংখ্যা	৪,১৮,২৭৫
সংবাদপত্র ও সাময়িকীর সংখ্যা	১৯
সংবাদপত্র ও সাময়িকীর মোট প্রচারসংখ্যা	৮,১০০

তখন বইপত্র বিক্রির ব্যবস্থা সম্পর্কে লঙ যা লেখেন, তা কৌতূহলোদ্দীপক :

> .....there are no regular book-shops where those books are to be found. The books are given out on commission to hawkers who traverse the streets of Calcutta and its neighbourhood to sell them, carrying them on their heads. There are several hundreds of this class of men employed.[৫]

বাংলা সরকারের ইচ্ছানুযায়ী এই তালিকায় লঙ তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন প্রধানতঃ নিম্নলিখিত শিরোনামায় :

প্রকাশের স্থান, প্রকাশক, গ্রন্থ নাম, গ্রন্থ-পরিচয়, মুদ্রণ সংখ্যা, বিক্রিত গ্রন্থের পরিমাণ, দাম, পৃষ্ঠাসংখ্যা, রচয়িতার নাম ও মন্তব্য।

তাঁর কোন কোন উল্লেখ আমাদের কৌতূহল জাগ্রত করে। যেমন, ভারতচন্দ্রকে তিনি "the Walter Scott of Bengal" নামে অভিহিত করেছেন; 'বিদ্যাসুন্দরে'র পরিচয় দিয়েছেন "a tale of Burdwan" বলে; এক টাকা দামের এই বইটির পাঁচ শত মুদ্রিত কপির মধ্যে এক শ তখন বিক্রি হয়ে গেছে। আর রাজা রামমোহন রায়ের 'ব্রহ্মগীত' যে সেকালের বহু ব্যবহৃত গ্রন্থ, সেকথাও তিনি আমাদের বলেছেন।

লঙের এই তালিকায় গ্রন্থনামের বর্ণানুযায়ী মোট ২৫১টি বইয়ের নাম করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩২টি হচ্ছে বটতলার পুথি। এদের ভাষা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে লঙই প্রথম এর নামকরন করেন 'মুসলমানী বাংলা' এবং তার ব্যাখ্যা দেন এই বলে :

> Musalman Bengali, a mixture of Urdu and Bengali,—very popular among the Moslems in Calcutta and Dacca.

পরবর্তীকালে অন্যান্য তালিকা-প্রণেতারাও লঙের এই নামকরণের অনুকরণ করেছিলেন।

সাময়িকীর তালিকায় লঙ উনিশটি পত্রিকার নামোল্লেখ করেন। এর মধ্যে একমাত্র 'রসমঙ্গল' ছাড়া আর সবকটির পরিচয়ই ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা সাময়িক পত্রে' পাওয়া যাবে।[৬] তবে ব্রজেন্দ্রনাথ-উল্লিখিত 'বিদ্যাদর্পণ', 'পাষণ্ড-দলন' ও 'চিকিৎসা-রত্নাকরে'র উল্লেখ লঙ করেন নি। লঙ প্রায়ই পত্রিকার পুরো নাম দেন নি। যেমন, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'কে লিখেছেন 'তত্ত্ববোধিনী' ও 'সংবাদ প্রভাকর'কে 'প্রভাকর'।

লঙের তালিকার আলোকে 'সত্যার্ণব' পত্রিকা সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথের পরিবেশিত তথ্যের একটি ভুল ধরা পড়ে। 'সমাচার চন্দ্রিকা'র (৩১ আষাঢ় ১৮৫১) একটি মন্তব্য থেকে তিনি মনে করেছিলেন যে 'সত্যার্ণবে'র সম্পাদক

ছিলেন লঙ্ স্বয়ং।[৭] কিন্তু লঙ্ একাধিকবার বলেছেন যে, 'সত্যার্ণবে'র সম্পাদক ডব্লিউ. ও. স্মিথ।[৮] এই তথ্যই যে অধিকতর নির্ভরযোগ্য, তা বলা বাহুল্য।

বাংলা সরকার-প্রকাশিত *Selections from the Records of the Bengal Government (no xxii)*-এ লঙের এই তালিকাটি—Returns Relating to Native Printing Presses and Publications in Bengal—প্রকাশিত হয় ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে। ঐ সঙ্গে লঙের আরো একটি তালিকা—A Return of the names and writings of 515 Persons connected with Bengali Literature, either as authors or translators of Printed works, chiefly during the last fifty years and a catalogue of Bengali Newspapers and periodicals which have issued from the press from the year 1818 to 1855—যুক্ত হয়। রচনার শিরোনামা থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে, এটি দু ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ, 515 Personsএ গ্রন্থকারের নাম দেওয়া হয়েছে বর্ণানুক্রমিকভাবে। এতে কিছু উল্লেখযোগ্য তথ্য আছে। যেমন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা তিনটি বইয়ের নাম তিনি করেছেন: 'নববাবুবিলাস', 'কলিকাতা কমলালয়' ও 'দূতীবিলাস'। শ্রীমতী [হানা ক্যাথেরীণ] ম্যলেন্সের 'ফুলমণি ও করুণা'র কথা তিনি জানতেন এবং তাঁর আরো একটি বইয়ের নাম করেছেন, সেটি *Travels of a Bible*। 'নববিবিবিলাসে'র লেখক আমাদের কাছে আজো অজ্ঞাত রয়ে গেলেও[৯] লঙ তাঁর নাম জানতেন—গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। 'বিধবাবিরহ নাটক'—রচয়িতা স্যামুয়েল পীর বখশের [মুদ্রিত হয়েছে পীর বখশিশ] খৃষ্টধর্ম-প্রচারমূলক তিনটি বইয়ের নমোল্লেখ আছে:

Muhammedan ceremonies, Refutation of Vulgar Errors ও *Marks of a Prophet of God*।

মজার কথা, লঙ কবিকংকণের পরিচয় দিয়েছেন "a Nuddea Pundit, three centuries ago" এবং চণ্ডীকাব্য তাঁর ধারণায় "a Sivite poem"। অনুরূপ, শামসুদ্দীন সিদ্দিকীর 'শুরতজান' [ছাপা হয়েছে

সুরাবজ্জান] কাব্যকেও তিনি, ভ্রমক্রমে মনে করেছেন 'মুসলমানী বাংলা' পুথি।

বইয়ের অপরভাগে, Catalogue of Bengali Newspapers এও অনুরূপ ভ্রান্ত ধারণার পোষকতা আছে। 'সমাচার সভারাজেন্দ্রে'র সম্পাদক হিসেবে দুর্লভচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম করেছেন এখানে, কিন্তু 515 Persons -এ এই দায়িত্বভার অর্পণ করেছেন মৌলভী আলীর স্কন্ধে। মৌলভী আলীর নাম সেখানে 'জ্ঞানদীপিকা'র সঙ্গেও যুক্ত করা হয়েছে, যদিও সাময়িকীর তালিকায় ঐ নামের কোন পত্রিকাই নেই। এখানে মৌলভী বজরালী-সম্পাদিত 'জগৎ দীপক ভাস্করে'র [জগদ্দীপক ভাস্কর, মৌলভী রজব আলী-সম্পাদিত] উল্লেখ আছে। আবার, লঙের ধারণায়, গঙ্গাধর ভট্টাচার্যের 'বেঙ্গল গেজেট' ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং এক বছর অব্যাহত থাকে ; কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ প্রমাণ করেছেন যে, গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য-সম্পাদিত বেঙ্গল গেজেটের প্রকাশকাল ১৮১৮।[১০] তেমনি 'সম্বাদ কৌমুদী ১৮১৯ থেকে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে পর্যন্ত চলেছিল বলে লঙ্ জানিয়েছেন ; কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে, ১৮২১-এ এ-পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় এবং ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের দিকে এ পত্রিকার তিরোভাব ঘটে।[১১]

দুই

সরকারী কাগজপত্রের মধ্যে লঙের প্রথম তালিকাদুটি আবদ্ধ থাকায় সাধারণ্যে তার প্রচার হবার তেমন সুযোগ ছিল না। তাছাড়া, ঐ রচনাদুটিকে alphabetical list এর বেশী মর্যাদা দেওয়া যায় না—তালিকাগ্রন্থের ক্ষেত্রে যার স্থান বেশ নীচুতে। অতএব, ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে লঙ্ *A Descriptive Catalogue of Bengali Works*[১২] প্রকাশ করলেন। Classified catalogue বলতে আমরা যা বুঝি, লঙের এই বইটি সেই জাতীয় রচনা। ভূমিকায় লঙ্ বলেছেন যে, এর পূর্বে বাংলা বইয়ের তালিকাগ্রন্থ বলে কিছু ছিল না এবং এটি "an extract from a larger one." সেই বৃহত্তর তালিকাটির কোন খোঁজ আমরা পাইনি। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে লঙ্ *Catalogue of the Vernacular Literature Committee's Library* নামে একটি

ক্ষুদ্রায়তন তালিকা (পৃ ৫৬) সংকলন করেন। এটি নিশ্চয় সেই বৃহত্তর তালিকা নয়। লঙের *Descriptive Catalogue*এ ১৪০০ বইয়ের নাম ও পরিচয় দেওয়া আছে। প্রধানতঃ তিনটি ভাগে এই তালিকাটি বিভক্ত :

১. শিক্ষামূলক রচনা
২. সাহিত্য ও অন্যান্য
৩. ধর্মতত্ত্ব

এর প্রত্যেকটি ভাগই আবার ইংরেজী বর্ণানুযায়ী বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত। যেমন, শিক্ষামূলক রচনার মধ্যে পাটীগণিত, অভিধান, নীতিউপদেশকথা, ভূগোল, ইত্যাদি; সাহিত্য ও অন্যান্য রচনার মধ্যে আইন, সাময়িক পত্র, কাব্য, নাটক ইত্যাদি; ধর্মতত্ত্বের মধ্যে মুসলমানী বাংলা সাহিত্য, পৌরাণিক সাহিত্য, শৈব সাহিত্য, বৈষ্ণব সাহিত্য ইত্যাদি শিরোনামায় গ্রন্থগুলির নাম ও পরিচয় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই তালিকাগ্রন্থ সংকলনকালে যেসব বাংলা বই বাজারে পাওয়া যেত, সে সবের উল্লেখ তো আছেই, উপরন্তু কোথাও কোথাও তিনি ইতিহাসের মালমশলাও যুগিয়েছেন। যেমন, ১৮১৬ থেকে ১৮৫৪ পর্যন্ত বাংলা সাময়িকপত্রের বিবরণ দিয়েছেন এবং বাংলা দেশে জনপ্রিয় গীতিকবিতার উল্লেখপ্রসঙ্গে কবিওয়ালাদের নাম করেছেন।

পূর্বোল্লিখিত Catalogue of Bengali Newspapers এর মতো এখানেও লঙের প্রদত্ত তথ্যাদি ব্রজেন্দ্রনাথের বিবরণের সঙ্গে কোথাও কোথাও সামঞ্জস্যহীন। 'বেঙ্গল গেজেট' ও 'সম্বাদ কৌমুদী'র প্রকাশকালই যে তাঁরা ভিন্নভাবে দিয়েছেন, তাই নয়; লঙের মতে, 'সমাচার দর্পণ' ২১ শে আগষ্ট ১৮১৮তে বের হয়েছিল; ব্রজেন্দ্রনাথের অভ্রান্ত নির্দেশানুযায়ী ২৩শে মে ১৮১৮।[১৪] বঙ্গদূতে'র প্রথম প্রকাশ লঙের হিসাবে "about 1825," ব্রজেন্দ্রনাথের মতে ৯ই মে ১৮২৯।[১৫] অল্পস্বল্প অসঙ্গতি আরো আছে। 'জগদ্দীপক ভাস্কর' পত্রিকাকে 'জয়দীপক' নামে পরিচয় দেওয়া তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিছু কিছু কৌতূহলজনক তথ্য আছে : যেমন, সরকার প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদারের 'মাসিক পত্রিকা'র পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন একযোগে ৫০০ কপি ক্রয় করে।

কাব্য ও নাটকের পরিচয় দিতে গিয়ে ইতিহাসের যে রূপরেখা অঙ্কনের প্রয়াস লঙ পেয়েছেন, তা প্রাসঙ্গিক হলেও নির্ভুল নয়। যেমন, বৈষ্ণব কবিদেরকেই তিনি মনে করেছেন বাংলার আদি কবির দল এবং কাশীদাস ও কৃত্তিবাসকে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পাদের কবি ("a century and a half ago") বলে গণ্য করেছেন। তবে বিদেশী লেখক ও রচনার সঙ্গে দেশী কবি ও কাব্যের তুলনায় লঙ উদার ছিলেন। তাই কালিদাসের পরিচয় "the Indian Shakespeare", ভারতচন্দ্র এখানে "the Horace of the day" এবং "the Burnes of Bengal", 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' যথাক্রমে 'the Iliad of the Bengalis' ও 'the Odessey of Bengal'. এমন কি, পাঁচালীকারদের রচনায় কখনো কখনো "the style of Anacreon" লক্ষ্যযোগ্য, যদিও লঙ্ নিজেই বলেছেন যে, কবিওয়ালাদের গান—জনপ্রিয় হলেও—filthy and polluting এবং বাংলা দেশে আদি রসাত্মক রচনাবলীর ছড়াছড়ি থাকলেও, "these works are beastly, equal to the worst of the French school." নিন্দা-প্রশংসার এই আতিশয্যের মাঝখানে সমকালীন একটি রচনার প্রশংসাবাদ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না; সেটি হচ্ছে, জি. সি. গুপ্তের পঞ্চাঙ্ক নাটক 'কীর্ত্তিবিলাস', যেখানে লেখক "considerable talent" এর পরিচয় দিয়েছেন বলে লঙ মনে করেন।

৪১টি মিশ্র ভাষারীতির কাব্যের নাম করে লঙ মুসলমানী বাংলা সাহিত্যের পরিচয় দেবার প্রয়াস পেয়েছেন। ভূমিকায় তিনি বলেছেন যে, vernacular-বিমুখ মুসলমানেরা বাংলা দেশে উর্দু-বাংলা মিশিয়ে মাঝি-মাল্লাদের ভাষা সৃষ্টি করেছে। শেষ পর্যন্ত বাংলা ভাষার প্রবল প্রভাবের সম্মুখে এই সঙ্কর ভাষা বিপর্যস্ত হবে, এই ভবিষ্যদ্বানী করেও লঙ জানিয়েছেন যে, মাঝিমাল্লা ও ঢাকার মুসলমানদের মধ্যে এই ভাষায় রচিত—মূলতঃ উর্দু বা ফারসী থেকে অনূদিত—গ্রন্থসমূহ খুবই জনপ্রিয়। লঙ হয়তো ঠিকই ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন, তাঁর বাস্তব-পর্যবেক্ষণও হয়তো ভ্রান্ত ছিল না; কিন্তু তিনি ভুল করেছিলেন একে বাংলার সকল মুসলমানের ভাষা বলে মনে করে।

তিন

কিছুদিন পর সরকারী মহল থেকে লঙের কাছে আবার অনুরোধ এল বাংলা বইপত্রের তালিকা তৈরী করার জন্য। তাঁর সেই তালিকাটি প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ সালে, *Selections from the Records of the Bengal government* (no. xxxii) -এ। এই রচনার শিরোনামাঃ "Returns relating to the Bengali language in 1857, with a list of native Presses, the Books printed, their Price and Character with a Notice of the condition of the Verna cular Press of Bengal, and Statistics of the Bombay and Madras Presses." এটি আমি দেখি নি, তাই এর বৈশিষ্ট্যের কথা বলা সম্ভব নয়। তবে, অনুমান করি যে, এটি তাঁর প্রথম তালিকার মতো alphabetical list, কোন বিধিসম্মত catalogue নয়।

এই রচনাপ্রকাশের দু বছর পর দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণে'র ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করে লঙ্ নীলকরদের বিরাগভাজন এবং ইংরেজ আদালতে দণ্ডিত হন। এ সত্ত্বেও, তাঁর যোগ্যতা সম্পর্কে সরকারের আস্থার কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় নি। তাই আরো একবার তাঁকে সরকারী আমন্ত্রণে বাংলা বইপত্রের তালিকানির্মাণ করতে হল।

এবারকার তালিকাগ্রন্থ-রচনার আশু উপলক্ষ ছিল ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের প্যারিস আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী। এর উদ্যোগ-আয়োজন চলেছিল অনেক আগে থেকেই। লণ্ডনের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির আবেদনক্রমে ১৮৬৩ সালে মহারানীর সরকারের সেক্রেটারী অফ স্টেট ফর ইণ্ডিয়া ভারতবর্ষের মহামান্য গভর্ণর জেনারেলকে এদেশে প্রকাশিত বইপত্র সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহের অনুরোধ জানান। ওপর থেকে নীচে অনুরোধ আসতে আসতে লঙকে বলা হল যে, তিনি যেন সরকারী কর্মচারীদের সাহায্য নিয়ে এই দুঃসাধ্য কাজে হাত দেন। সেই অনুযায়ী লঙের বর্তমান তালিকাটি প্রস্তুত করা হয়। লঙ তথ্য সংগ্রহ করেন নিম্নোক্ত শিরোনামায়ঃ

(১) বইয়ের নাম,
(২) বইয়ের ভাষা,

(৩) লেখক বা অনুবাদকের নাম,
(৪) রচনার বিষয়,
(৫) প্রকাশের স্থান,
(৬) প্রকাশকাল,
(৭) প্রকাশকের নাম,
(৮) পৃষ্ঠাসংখ্যা,
(৯) বইয়ের মাপ এবং
(১০) মূল্য।

বাংলা দেশে প্রকাশিত বইপত্রের যে হিসাব লঙ্ দাখিল করেন, তার সংখ্যাগত বিবৃতি নিম্নরূপ :

(১)	১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় প্রকাশিত বাংলা ও সংস্কৃত গ্রন্থ	২৯০
(২)	১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের পূর্বে কলকাতায় প্রকাশিত বাংলা ও সংস্কৃত গ্রন্থ ...	৭৭
(৩)	বাংলা নাট্যরচনা ...	১৮৪
(৪)	আই. সি. বোস, কলকাতা, কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থ	
(৫)	মুসলমানী বাংলা গ্রন্থ	৬৫

তাছাড়া, ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় ২২টি হিন্দী বই, ২০টি উর্দু বই ১৩টি ফারসী বই এবং চারটি আরবী বই প্রকাশিত হয় : এর মধ্যে জনৈক খানসামার অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত একটি কোরআন শরীফের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গ্রন্থ বলে উল্লেখ করলেও সময়িকপত্রের পরিচয়ও লঙ্ দিয়েছেন। তবে পত্রিকার স্বতন্ত্র তালিকা তৈরী না করে তাঁর alphabetical list-এর মধ্যেই বর্ণানুযায়ী পত্রিকাগুলির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এ রীতি সমর্থন-যোগ্য নয়। মোট দশটি পত্রিকার নাম করেছেন লঙ্, তার মধ্যে 'সোম-প্রকাশকে'ই তিনি সবচেয়ে প্রশংসা করেছেন। তাঁর কথায়, এ পত্রিকা, "the ablest weekly journal in the Bengali language."

লঙের তালিকায় উল্লিখিত গ্রন্থাদির মধ্যে নাট্যরচনাগুলির কথা প্রথমেই বলতে হয়। এর মধ্যে মুসলমান লেখক-রচিত নিম্নোক্ত রচনাগুলোর নাম আছে :

মুনশী নামদার, 'যার সঙ্গে মজে মন,
কিবা হরি, কিবা ডোম,'
———যার নাহি পয়সা কড়ি,
শাশুড়ী মারে ঝাঁটার বাড়ী'
———'কলির বউ ঘর জ্বালানী'
মুনশী আজিমুদ্দীন, 'কি মজার কলের গাড়ী'
মুনশী নূর বখশ, 'কি মজার শ্বশুর বাড়ী'
গোলাম হোসেন, 'কলির বউ হাড় জ্বালানী'

এগুলো সবই কলকাতার বটতলার ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত শস্তা নাট্যচিত্র-জাতীয় বই। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপই এর প্রধান উপজীব্য।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলতে হয়। মুনশী নামদার কি কোন লেখকের নাম, না, ইনি প্রকাশক? এ সংশয় কেন জাগে, সেকথা বলা দরকার। ব্ল্যমহার্ডের ক্যাটালগে নামদারের রচনাবলীর তালিকায় গোলাম হোসেনের 'হাড় জ্বালানী'র নাম আমরা পাই।[১৭] এ বইটির রচয়িতা যে গোলাম হোসেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কেননা, এটি আমরা অনেকেই দেখেছি। লঙের তালিকায় নাম নেই, এমন বইয়ের লেখক বলেও ব্ল্যমহার্ড নামদারকে চিহ্নিত করেছেন। এমন বহু গ্রন্থ-রচয়িতার নাম উত্তরকালে একেবারে হারিয়ে গেল কেন, আর কেনই বা গোলাম হোসেনের সঙ্গে তাঁর গোলযোগ করে ফেলা হল? তাছাড়া, যাঁরা বটতলার প্রকাশকদের কারসাজির কথা জানেন, তাঁরা বুঝবেন যে, কোন্ ভূতের দৌরাত্ম্যে লেখকের নামের জায়গায় প্রায়ই প্রকাশকের নাম চলে আসে।

মহিলাদের লেখা কতকগুলো বইয়ের নাম করেছেন লঙ, যথা:

কৈলাসবাসিনী দেবী, 'হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস'
['হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি,'
কলিকাতা, ১৮৬৫]

ফ্রাই হানা মূর, 'বামাচরিত' [অনুবাদ?]

অজ্ঞাত, 'লীলাবতী' ("Arithmetic by a celebrated female, translated from the Sanskrit")
কৃষ্ণকামিনী দাসী, 'চিত্তবিলাসিনী'

বিদেশী লেখকদের সঙ্গে দেশীয় লেখকদের তুলনা করার ব্যাপারে লঙের যে অতি-উৎসাহ আমরা লক্ষ্য করেছি, আলোচ্য তালিকায় তার চরম প্রকাশ দেখা যায়। 'বিদ্যাসুন্দরে'র পরিচয় দিতে গিয়ে লঙ বলেছেন যে এটি "Written in the style of Fielding and Smollet" এবং এর রচয়িতা ভারতচন্দ্র হলেন "the Byron of Bengal". ভারতচন্দ্র তাঁর এতই চিত্তজয় করেছিলেন যে, প্রাচীন ক্লাসিক কবি থেকে শুরু করে আধুনিক রোমান্টিক লেখকদের সঙ্গে বারবার তাঁর তুলনা করেছেন, তাও একইসঙ্গে তাঁদের একাধিকজনের সঙ্গে একা ভারতচন্দ্রের।

মুসলমানী বাংলা ভাষা সম্পর্কে তাঁর পূর্বভাষণেরই পুনরাবৃত্তি করেছেন লঙ। কিন্তু গ্রন্থবর্ণনায়ে এমন একটা ভ্রান্তির পরিচয় দিয়েছেন, যা ভয়ানক। 'হজরত ফাতিমার ছুরতনামা'র পরিচয়, : "The beauty of Fatima, Mahomed's wife." এই ভুল লঙের কাছ থেকে যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি ক্ষমার অযোগ্য, কেননা বাংলা ভাষায় তিনিই হজরত মুহম্মদের জীবনবৃত্তান্ত লেখেন। [১৮]

এরপর লঙ আর কোন তালিকানির্মাণ করেছিলেন বলে আমাদের জানা নেই। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে আরেকজন মিশনারী, জন মাব্ডক (১৮১৯-১৯০৪), *Catalogue of the Christian Vernacular Literature of India* প্রকাশ করেন। এতেও কিছু বাংলা বইয়ের পরিচয় দেওয়া আছে।

কিন্তু ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের আগেই বাংলা বইপত্রের তালিকা-প্রণয়ণের কেন্দ্র স্থানান্তরিত হয় কলকাতা থেকে লণ্ডনে।

চার

বিলেতে বাংলা বইয়ের প্রথম তালিকা প্রকাশিত হবার আগেই ওদেশে তালিকা-প্রণয়ন-বিষয়ে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে অ্যাণ্টনী প্যানিজির *Code of Rules for the Compilation of the Catalogues of Printed books of the British Museum*

প্রকাশিত হয়; আমেরিকায় চার্লস জুয়েটের *Code of 39 Rules* প্রচারিত হয় ১৮৫২-এ; চার্লস অ্যামি কাটারের *Rules for a Dictionary Catalogue* মুদ্রিত হয় ১৮৭৬-এ; গ্রন্থতালিকা-সঙ্কলনের ইতিহাসে এগুলো যুগান্তকারী ঘটনা। এসব পরীক্ষা-নিরিক্ষা আমাদের দেশে যে কোন সাড়া জাগাতে পারেনি, তার কারণ, গ্রন্থাগার-আন্দোলন আমাদের দেশে অপরিজ্ঞাত ছিল। লঙ্ প্রভৃতি তালিকা-প্রণেতারা কেউ পেশাদার গ্রন্থাগারিক ছিলেন না; তেমনি পাঠাগার-সংক্রান্ত সমস্যাবলী তাঁদেরকে পীড়িত করে নি। ইম্পিরীয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থতালিকা ছাড়া আমাদের দেশে প্রকাশিত অন্য কোন তালিকাই তাই কোন সুষ্ঠু রীতি-অনুযায়ী সংকলিত হয় নি।

বিলেতে ব্যাপারটা ছিল ভিন্নরূপ। ১৮৮০র মধ্যেই বৃটিশ মিউজিয়মের বইপত্রের তালিকা-প্রণয়নের একটা পদ্ধতি গড়ে উঠেছিল। সেই পদ্ধতি-অনুযায়ী তাঁদের বাংলা বইপত্রের একটা তালিকা-রচনার ভার দেওয়া হল জেম্‌স ফুলার ব্ল্যমহার্ডকে। ব্ল্যমহার্ড তখন বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের চাকুরী ছেড়ে কেম্‌ব্রিজ ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনা করছেন। ১৮৮৩ তে লণ্ডন থেকে তাঁর *A Vocabulary of all the words occuring in the text of the Charitabali of Iswar Chandra Vidyasagar* বের হয়।[১৯] বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান ছাড়াও, গ্রন্থতালিকা সংকলনের কাজে ব্ল্যমহার্ডের অভিজ্ঞতাও ছিল। ইতোপূর্বে তিনি উত্তর ভারতের কোন কোন গ্রন্থাগারের তালিকানির্মাণ করেছিলেন।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ব্ল্যমহার্ডের *Catalogue of Bengali Printed Books in the Library of the British Museum* প্রকাশিত হল। এতেই সর্বপ্রথম লেখকের নামের বর্ণানুযায়ী বাংলা বইপত্র তালিকাভুক্ত করা হয়। দেশী-বিদেশী গ্রন্থকারদের নাম তালিকাভুক্ত করার প্রণালীভেদ এই ক্যাটালগের একটি বৈশিষ্ট্য। ইউরোপীয় লেখকদের নাম সাজানো হয়েছে অন্ত্যনাম. (Surname) -অনুযায়ী; কিন্তু বাঙ্গালী লেখকদেরকে সাজানো হয়েছে পুরোনাম ধরে। অবশ্য পুরোনামে উপাধি (যথা, পণ্ডিত, মুনশী, শেখ, সৈয়দ) বর্জিত হয়েছে।

ডবল-ডিমাই ১/৮ মাপের প্রতি পৃষ্ঠায় দু কলামে তালিকাটি বিন্যস্ত, পৃষ্ঠাসংখ্যা ১২৬। পরিশেষে ২৫ পৃষ্ঠাব্যাপী গ্রন্থ-নাম-নির্ঘণ্ট দেওয়া আছে। ফলে, গ্রন্থকার ও গ্রন্থনাম, উভয় দিক দিয়েই বইপত্রের সন্ধান পাওয়া সম্ভবপর।

এই তালিকায় উল্লিখিত গ্রন্থাদির সংখ্যা যেমন প্রচুর, তেমনি বইয়ের বিবরণও এখানে অনেক শুদ্ধ ও সম্পূর্ণ। প্রচুর cross-reference থাকায় বইটির ব্যবহার সহজসাধ্য। ব্লুমহার্ড' উল্লিখিত মাসিকপত্র 'সর্বতত্ত্বদীপিকা এবং ব্যবহারদর্পণ' (কলিকাতা ১৮৫৮)—ব্রজেন্দ্রনাথের তালিকায় অনুপস্থিত।

তবে মিশ্র ভাষারীতির কাব্যকে তিনিও Muhammedan Bengali Verse বলে উল্লেখ করেছেন।

১৮৮৬ থেকে ১৯১০ পর্যন্ত বৃটিশ মিউজিয়ামে যেসব বাংলা বই সংগৃহীত হয়, তার বিবরণ প্রকাশিত হল ব্লুমহার্ডের দ্বিতীয় ক্যাটালগে। ১৯১০এ প্রকাশিত *A Supplementary Catalogue of Bengali Books in the Library of the British Museum* একই মাপের ১৬৪ পৃষ্টার বই। তবে এতে পৃষ্ঠাসংখ্যা নেই, আছে কলাম-সংখ্যা; সেই হিসাবে ৩২৮ কলামের বই। এরপর গ্রন্থনাম-নির্ঘণ্ট আছে ৩৮ কলাম ধরে। অতিরিক্ত যা আছে, তা হচ্ছে বিষয় সূচী (Subject index)। প্রথম ক্যাটালগে বিষয়সূচী না থাকায় এই খণ্ডের বিষয়সূচীতে প্রথম খণ্ডের বইপত্রের নামও দেওয়া হয়েছে। সুতরাং বিষয়সূচী অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, মোট ৯০ কলামব্যাপী। বিষয়সূচীটিও উন্নত। লণ্ডের *Descriptive Catalogue* এর তুলনায় তো বটেই, এমন কি ব্লুমহার্ডের ইণ্ডিয়া অফিস-ক্যাটালগের তুলনায়ও যথেষ্ট পূর্ণাঙ্গ। প্রচুর বিভাগ এবং আরো উপবিভাগে বইগুলি বিন্যস্ত। বৃটিশ মিউজিয়মের দ্বিতীয় (এবং তৃতীয়) ক্যাটালগ তাই একইসঙ্গে Classified Catalogue এবং Dictionary Catalogue of Authors-এর গুণে গুণান্বিত।

দ্বিতীয় ক্যাটালগে উল্লিখিত 'পাক্ষিক সংবাদ' (কলিকাতা, ১৮৭১)

পত্রিকাটির নাম ব্রজেন্দ্রনাথের তালিকায় নেই। তাছাড়া, ব্রজেন্দ্রনাথ শুধু ঊনবিংশ শতাব্দীর পত্র-পত্রিকার তালিকা-সংকলন করেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর পত্র-পত্রিকার খোঁজ-খবর বৃটিশ মিউজিয়মের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্যাটালগে পাওয়া যাবে। দ্বিতীয় ক্যাটালগে ক্বচিৎ নামের ভুল চোখে পড়ে; যেমন, নওশের আলী খান ইউসুফজয়ী হয়েছেন নাসির আলী খান ইউসুফজয়ী।

তবে বিষয়সূচীতে গ্রন্থনাম সন্নিবেশ ত্রুটিমুক্ত নয়। মিশ্রভাষারীতির কাব্যকে মুসলমানের ধর্মবিষয়ক কবিতাবলী (Poetry> Religious> Muhammedan) রূপে নির্দেশ করা হয়েছে। খোন্দকার শামসুদ্দীন মুহম্মদ সিদ্দিকীর 'ভাবলাভ' এবং মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ-সিন্ধু'কে ইসলাম ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ (Religion> Islam) বলে ভুল করা হয়েছে।

বৃটিশ মিউজিয়মের তৃতীয় ক্যাটালগ—*Second Supplementary Catalogue of Bengali Books in the Library of the British Museum* ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এটি শুরু করেন ব্ল্যুমহার্ড; কিন্তু সংকলনকার্য শেষ করার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। তখন তালিকাটি সম্পূর্ণ করেন বৃটিশ মিউজিয়মের Oriental Printed Books and Manuscripts বিভাগের সহকারী তত্ত্বাবধায়ক জে. ভি. এস. উইল্‌কিন্‌সন।

এটিই বৃটিশ মিউজিয়মের বাংলা বইয়ের বৃহত্তম তালিকা। মোট কলাম সংখ্যা ৪৯৬; গ্রন্থনাম-সূচী ৯০ কলাম; নির্বাচিত বিষয়সূচী ৯২ কলাম। দ্বিতীয় ক্যাটালগের দোষগুণ এতেও বিদ্যমান। নির্ঘণ্ট ও মূল তালিকা যেমন অনুসন্ধানীর সহায়ক, তেমনি মাঝে মাঝে ভ্রান্ত ধারণার পোষক। তৃতীয় ক্যাটালগের বিষয়সূচীতেও দেখা যায় 'বিষাদ-সিন্ধু' গ্রন্থ এবং 'ইসলাম-দর্শন' পত্রিকা—এ দুটিই সন্নিবেশিত হয়েছে Religion> Islam পর্যায়ে।

বিষয়-সূচীর এই গোলযোগ কিন্তু একদিক দিয়ে বিস্ময়কর। ১৯০৫ সালে প্রকাশিত ইণ্ডিয়া অফিসের তালিকায় গরীবুল্লাহ্‌র 'ইউসুফ-জুলিখা'

"কিস্‌সা-কাহিনী"র শ্রেণীভুক্ত হয়েছে; কিন্তু পাঁচ বছর পরে বৃটিশ মিউজিয়মের দ্বিতীয় ক্যাটালগে সেই একই বই মুসলমানের ধর্মীয় কাব্যরূপে প্রদর্শিত হয়েছে। ঠিক পথে একবার অগ্রসর হয়ে ব্লুমহার্ড আবার পথ বদলালেন কেন, তা কে বলবে!

পাঁচ

লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিসের গ্রন্থাগারে রক্ষিত প্রাচ্য ভাষায় লেখা বইগুলো তালিকাভুক্ত হতে থাকে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ থেকে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯০৫ সালে বাংলা আসামী ও ওড়িয়া ভাষার বইগুলির তালিকা একটি গ্রন্থাকারে সংকলন করা হয়।[২১] সংকলনকারী ব্লুমহার্ড তখন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ও হিন্দী ভাষা ও সাহিত্য এবং অক্সফোর্ডে বাংলার অধ্যাপনা করছেন। তালিকাগ্রন্থের পৃষ্ঠাসংখ্যা ২২৯; তাছাড়া, ৩২ পৃষ্ঠাব্যাপী গ্রন্থনামসূচী এবং ৫৭ পৃষ্ঠাব্যাপী গ্রন্থকার-নির্ঘণ্ট আছে। এর কোন আলাদা বিষয়সূচী নেই; কেননা, বইয়ের তালিকা নির্মিত হয়েছে বিষয়ানুযায়ী শ্রেণীবিভাগে।

এই বিষয়বিভাগ বৃটিশ মিউজিয়মের ক্যাটালগের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। মিউজিয়ম-ক্যাটালগে প্রধান বিষয় ২৪টি: এখানে ছটি—যেমন, কলা ও বিজ্ঞান, ইতিহাস ও ভূগোল, সাহিত্য, স্কুলপাঠ্য বই, ধর্মতত্ত্ব ও বিবিধ। এই বিষয়বিন্যাস বেশী সরল, তাই ঠিক বিজ্ঞানসম্মত নয়। এখানেও মিশ্র ভাষারীতির অধিকাংশ কাব্যকে মুসলমানী ধর্মতত্ত্বের পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। তবে ব্যতিক্রমও আছে। যেমন, গরীবুল্লাহ্‌র 'ইউসুফ জুলেখা' ও 'সোনাভান' "Tales and Fables" এই উপপর্যায়ভুক্ত; তাঁর 'আমীর হামজা' "Poetry" এই উপপর্যায়ভুক্ত এবং ঢাকার গরীবুল্লাহ্‌র 'দিল রওশন "Religion" পর্যায়ভুক্ত।

১৯০৬ থেকে ১৯২০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সংগৃহীত বইগুলির তালিকা বের হয় ১৯২৩-এ।[২২] সংকলনকারী ব্লুমহার্ড তখন আর বেঁচে নেই। এবারে তালিকা প্রণয়নে ভিন্ন রীতির অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। এখানে ৩৮৭ পৃষ্ঠাব্যাপী

মূল তালিকা গ্রন্থনামের বর্ণানুক্রম-অনুযায়ী বিন্যস্ত; গ্রন্থকার-নির্ঘণ্ট আছে ৮৯ পৃষ্ঠা ধরে এবং বিষয় সূচীর পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪+৪৩। বিষয়সূচীর শ্রেণী-করণ আরো বিস্তৃত; বিভাগ ও উপবিভাগের সংখ্যা অধিকতর। এ সত্ত্বেও, এটি যে ত্রুটিমুক্ত নয়, তার প্রমাণ, মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ-সিন্ধু', এবং মেহেরুল্লাহ্‌র 'হিন্দুধর্ম্মরহস্য' বইদুটিই ধর্মবিষয়ক গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

বৃটিশ মিউজিয়মের প্রথম ক্যাটালগ প্রকাশিত হবার পরে ইণ্ডিয়া অফিসের তালিকাগ্রন্থ সংকলিত হওয়ায় এর গৌরব অনেকাংশে হানি হয়েছে। কেননা, তুলনামূলকভাবে, মিউজিয়মের তালিকাগ্রন্থ অনেক পূর্ণাঙ্গ ও পরিণত।

ছয়

কলকাতার ইম্পিরীয়াল লাইব্রেরীর বাংলা বইপত্রের তালিকা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করবার আয়োজন হয় ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের দিকে। নন্দলাল দত্ত এই author-catalogue সংকলন করেন। এর মাত্র দুটি খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৪১-এ (A-F) এবং ১৯৪৩-এ (G-L)।[২৩] ডিমাই ১/৮ আকারের প্রতি পৃষ্ঠায় দু কলামে তালিকাটি বিন্যস্ত। উভয় খণ্ডে মিলিয়ে পৃষ্ঠা সংখ্যা ছ শ'র কিছু বেশী। বৃটিশ মিউজিয়মের প্রথম ক্যাটালগের আদর্শ এতে অনুসৃত হয়েছে। দেশীয় লেখকদের পুরোনাম এবং বিদেশীদের অন্ত্যনাম অনুযায়ী তালিকাটি প্রস্তুত করা হয়েছে। Cross-reference ও কিছু কিছু আছে। কিন্তু এর প্রধান ত্রুটি এই যে, এতে গ্রন্থনাম-সূচী নেই এবং বিষয়সূচীও নেই। ফলে, লেখকের নাম জানা না থাকলে এই তালিকাটি থেকে কোন সাহায্য পাবার সম্ভাবনা নেই।

এদিক দিয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থতালিকাটিও অবিন্যস্ত। এই তালিকাটিতে কোন নিয়ম রক্ষা না করে বইয়ের নাম দিয়ে যাওয়া হয়েছে। পরে গ্রন্থনামের একটি বর্ণানুক্রমিক নির্ঘণ্ট যুক্ত হয়েছে, কিন্তু গ্রন্থকার-নির্ঘণ্ট নেই। ফলে, কোন গ্রন্থকারের কতগুলো বই এখানে আছে, সহজে তা বোঝার উপায় নেই।

সাত

জেমস লঙ-সংকলিত *Descriptive Catalogue of Vernacular Books and Pamphlets fowarded by the Government of India to the Paris Universal Exhibition of 1867* 'সাহিত্য পত্রিকা'র বর্তমান সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হল। এই পুনর্মুদ্রণ সম্ভবপর হয়েছে শ্রীযুক্ত মহাদেবপ্রসাদ সাহার প্রশংসনীয় উদ্যম ও পরিশ্রমের ফলে। মূল তালিকাটি থেকে তিনি একটি হস্তলিখিত অনুলিপি প্রস্তুত করেন এবং কলকাতা থেকে সেটি 'সাহিত্য পত্রিকা'য় প্রকাশের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। এজন্য 'সাহিত্য পত্রিকা'র পাঠকদের পক্ষ থেকে আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। ভরসা করি, এই তালিকাটি বাংলা বইয়ের তালিকাগ্রন্থ-বিষয়ে পাঠক ও গবেষকদের উৎসাহবৃদ্ধির সহায়ক হবে।

পাদটীকা

১. Stephen, Sir Leslie and Lee, Sir Sidney (ed.), *The Dictionary of National Biography* (London, 1949-50), XII, 105-6.

২. Long. J., "Analysis of the Bengali Poem "Raj Mala" or chronicle of Tripura," "*Journal of the Asiatic Society of Bengal*, 1850, XIX, 533-57 Long, J., "Analysis of the Raghuvansa, a Sanskrit poem of Kalidasa," *ibid.*, 1852, XXI, 445-72.

৩. Long, J., "Returns Relating to Native Printing Presses and Publications in Bengal", *Selections from the Records of the Bengal Government* (Calcutta, 1855), p 88.

৪. *ibid.*, p 88.

৫. *ibid.*, p 89.

৬. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালা সাময়িক পত্র,' প্রথম খণ্ড (কলিকাতা, ১৩৬৪)।

৭. ঐ, পৃ ১৭৭।

৮. Long, J., Returns.....,*Op. Cit.*, pp 99 & p 146.

৯. সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড (দ্বি-স ; বর্ধমান, ১৩৫৬), পৃ ১১ : "·····অজ্ঞাতনামা লেখকের 'নববিবিবিলাস'·····। ব্রজেন্দ্রনাথ অবশ্য ভবানীচরণকেই 'নববিবিবিলাসে'র রচয়িতা বলে মনে করেন। দ্র : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যো, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তৃ-স ; (কলিকাতা, ১৩৫০) পৃ ২৯

১০. ব্রজেন্দ্রনাথ, পূর্বোক্ত, পৃ ১৬-১৯।

১১. ঐ, পৃ ২৪-২৭।

১২. দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের পঞ্চম সংস্করণ (কলিকাতা, ১৯২৬) থেকে লঙের এই তালিকাটি উক্ত বইয়ের সঙ্গে গ্রথিত হয়েছে। বর্তমান আলোচনা এই সংস্করণকে ভিত্তি করে রচিত।

১৩. Blumhardt, J. F., Catalogue of Bengali Printed Books in the Lib. of the Br. Museum (London 1886), p 58.

১৪. ব্রজেন্দ্রনাথ, পূর্বোক্ত, পৃ ৭।

১৫. ঐ, পৃ ৪১

১৬. Long. J., *Descriptive Catalogue of Vernacular Books and Pamphlets forwarded by the Government of India to the Paris Universal Exhibition of 1867* (Calcutta, 1867). শ্রীযুক্ত মহাদেবপ্রসাদ সাহার অনুলিপি অবলম্বনে এই আলোচনা করা হয়েছে।

১৭. Blumhardt, *Op. Cit.*, P 70 ; Blumhardt, J. F. *Catalogue of the Library of the India office*, vol II, pt. IV, p 295এ নামদারের নয়টি বইয়ের নাম আছে। সুকুমার সেন বলেন যে, নামদারের পুস্তিকাগুলি সম্ভবত : ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের রচনা। পূর্বোক্ত, পৃ ৭৬।

১৮. [জেমস লঙ], 'মহম্মদের জীবনচরিত্র' (কলিকাতা, ১৮৫৫)

১৯. Blumhardt, *Op. Cit*, P 13.

২০. পরবর্তী টীকা দ্রষ্টব্য।

২১. Blumhardt. J. F., *Catalogue of the Library of the India office*, Vol II Part IV : Bengali, Oriya and Assamese Books (London, 1905).

২২. Blumhardt, J. F., *Catalogue of the Library of the India office*, vol. II, Part IV : Bengali, Oriya and Assamese Books. Supplement 1906-1920. (London, 1923)

২৩. Imperial Library, *Author Catalogue of Printed Books in Bengali Language*, 2 vols., (Calcutta, 1941-43).

২৪. 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌গ্রন্থাগারের পুস্তকতালিকা' (কলিকাতা, তারিখবিহীন)।